দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

007

শিক্ষাঙ্গন

অন্যান্য পরীক্ষা ছাড়াও দেশের স্নাতক পরীক্ষা নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন মহল বিভিন্নভাবে আলোচনা সমালোচনা করতে শুরু করেছেন।

প্রশাসন প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে প্রকৃতপক্ষে জনগণ কি পেয়েছে তা আলোচ্য বিষয় নয়; কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে স্নাতক পরীক্ষা কেন্দ্র হওয়ার প্রতিক্রিয়াই আলোচ্য বিষয়। শুধু উপজেলা পর্যায়েই নয়—বেসরকারী কলেজেও ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্রে দেয়ার স্থানীয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন অমান্য করে খেয়াল খুশী মত হলে যাতায়াত করেন এবং অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন এবং নকল করার সন্দেহে বহু ভাল নিরপরাধ ছাত্র-ছাত্রীদের অহেতুক বিরক্ত ও অসম্মানীত করেন।

আবার স্বজনপ্রিয়তারও ভুরি ভুরি নজির পাওয়া যায়। বেসরকারী কলেজগুলোর শিক্ষকবৃন্দকে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা একেবারেই পাত্তা দেন না।

উপজেলা পর্যায়ে স্নাতক পরীক্ষা কেন্দ্র

অধ্যাপকদের সঙ্গে তাদের উচ্চবাচ্যের প্রমাণ সুস্পষ্ট। তলে তলে চলতে থাকে অধ্যাপক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ক্ষমতার লড়াই।

তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ সব প্রত্যন্ত উপজেলায় যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন নাজুক তেমনি সময় সাপেক্ষ। টেলি যোগাযোগ থাকলেও তা গাধার মুখের সামনে মূলা ঝুলানোরই নামান্তর। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব কেন্দ্রগুলোকে সরাসরি বা জরুরী ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এ নিয়ন্ত্রণহীনতার জন্য সময়ে সময়ে নাজেহাল হচ্ছেন ছাত্রদের কাছে কর্তৃপক্ষ আবার কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্রবৃন্দ। মোটকথা একটা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা বিরাজ করে এ সব মফস্বলের কেন্দ্রগুলোতে।

এ ছাড়াও শহরের কলেজগুলোতে গ্রামের পাস করা ছাত্ররা ভর্তি করেও পরীক্ষার পূর্বে শহর ছেড়ে আবার চলে যায় গ্রামে। সেখানে যেমনি আছে আর্থিক স্বল্পতার সুবিধা, তেমনি নকলের নিশ্চয়তা। এ পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে শহুরে ঔদ্ধত্য ছাত্রদের অনেকাংশে উশৃঙ্খল করে তোলে।

এমনি আরো বহুবিধ কারণের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের ডিগ্রী কেন্দ্রগুলো স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হচ্ছে।

—না খাটে না। কারণ পাসের সত্যিকার মূল্যায়নকে ভেস্তে দিয়ে শিক্ষিতের হার বাড়ছে। ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে উচ্চহারে এবং কর্ম সংস্থানের অভাবের জন্য দোষ দিচ্ছি সরকারের। না শিখে না জেনে সার্টিফিকেটের অধিকারী হয়ে উচ্চতর কর্মসংস্থান চাইলেই কি করে তা সম্ভব? সম্ভব করতে হলে দরকার সত্যিকার জানার ও মূল্যায়নের শিক্ষা গ্রহণ করা যা আমাদের জীবনের পাথেয়, যা সমগ্র পৃথিবীতে স্বীকৃত।

সেই সর্বজনস্বীকৃত শিক্ষার অধিকারী হতে হলে দরকার শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নমনীয়তা ও স্বজনপ্রিয়তা পরিহার করে সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিকল্পনা মত শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ করা। শিক্ষা দানে ফাঁকি অথবা পরীক্ষা গ্রহণ দুর্নীতি উভয়ই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফলের পরিপন্থী বিশেষ করে স্নাতক পরীক্ষার ক্ষেত্রে এসব বিধিনিষেধ আরো কড়াকড়ি করা প্রয়োজন।

উপজেলা পর্যায়ে পরীক্ষা কেন্দ্র দেয়ায় গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক ব্যয় কিছুটা কমলেও বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে তা পরিহার করতে হবে।

উপসংহারে প্রস্তাব আকারে বলা যায়, "স্নাতক পরীক্ষার কেন্দ্রগুলো শুধুমাত্র জেলা শহরের সরকারী কলেজগুলোতে পুনর্বিন্যস্ত করা যেতে পারে।" তাহলে ৬৪টি জেলায় ৬৪টি কেন্দ্রের উপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিঃসন্দেহে সুদৃঢ় হবে এবং প্রশাসনিক জটিলতা ও স্বজনপ্রিয়তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

এতে করে নকলের প্রবণতা কমবে এবং পড়াশুনার মাত্রা বাড়বে। ফলে সত্যিকার শিক্ষিত হয়ে পাসের হার নিঃসন্দেহে বাড়বে যা আমাদের ক্ষয়িষ্ণু জাতির জন্য একান্তই প্রয়োজন।

—ইকবাল বাহার সিদ্দিকী